158714 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিহ্নিাবশষে দয়িে বরকত লাভ করা জায়যে; তনিি ছাড়া অন্য কারোটা দয়িে জায়যে নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: প্রয়ি মুসলমি ভাইয়রো, আমি ইন্টারনটেে একটি ওয়বে সাইট ভজিটি করছে।ি সখোনে আমি এমন একটি তথ্য পয়েছে িযটোকে আমার কাছে বদিআত মনে হয়; আল্লাহ্ই ভাল জাননে। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে এ হাদসিরে বশিুদ্ধতার ব্যাপারে অবহতি করবনে। কনেনা হাদসিটরি ব্যাপারে আমার সন্দহে হচ্ছ।ে সহহি মুসলমিরে অধ্যায় ২৪ হাদসি নং ৫১৪৯ এ আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) এর ক্রীতদাস আব্দুল্লাহ্ (সে ছলি আতা এর ছলেরে মামা) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: "আসমা আমাকে আব্দুল্লাহ্ বনি উমররে কাছে এই কথা বলতে পাঠালনে য,ে আমার কাছে সংবাদ এসছেে য,ে তুমি নাকি তনিটি জনিসিকে হারাম মনে কর। কাপড়ে (রশেমরে) নকশা বা নকশী পাড়, গাঢ় লাল রং এর মীছারা (রশেমরে তরৈী লাল বর্ণরে হাওদার আচ্ছাদন) ও রজবরে পুরো মাস রোযা পালন করা।
তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বললনে, আপনি যে রজব মাসরে রোযা হারামরে কথা বললনে এটা এমন ব্যক্তরি পক্ষে কভিাবে বলা সম্ভব যনিি সারা বছর রোযা পালন করনে? আর আপনি যে কাপড়ে (রশেমরে) পাড় বা নকশার কথা বললনে, এ সমন্ধে আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনছে িয,ে তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনছে,ি রশেমী কাপড় কবেল সে লোকেই পরবে (পরকালে) যার কোন হসিসা নইে। তাই আমার আশংকা হল নকশাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পার।ে আর গাঢ় লাল রঙ-এর মীছারা (পর্দার আচ্ছাদন): এই তো আব্দুল্লাহর মীছারা। দখেলাম, আসলইে সটেি গাঢ় লাল রং-এর (সুতি বা পশমী কাপড়)। এরপর আমি আসমা (রাঃ) এর কাছে ফরিে গলোম এবং তাঁকে এ বষিয়ে খবর দলিাম। তখন তনিি বললনে: এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুব্বা। এই বলে তনিি একটি তায়লামান কসিরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কসিরার দকিে সন্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং এর একটি জুব্বা বরে করলনে যার পকটেটি ছলি রশেমরে তরৈি এবং এর দুই পাশরে ফাঁড়া ছলি খাঁটি রশেমরে টুকরা দ্বারা আবৃত। তনিি বললনে, এটি আয়শির মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছইে ছলি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটি নয়িছে।ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরধিান করতনে। তাই আমরা রোগীদরে আরোগ্য হাসলিরে জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদরে কে পান করয়িে থাক।ি" এ হাদসি সহহি কনিা?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এ হাদিসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে (২০৬৯) বর্ণনা করেছেন; যেমনটি প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করেছেন ঠিক সে ভাষায়।

ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থেও (১৮২) সংক্ষেপে হাদিসটি সংকলন করেছেন। বাইহাকী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (৪৩৮১) আব্দুল মালিক (তিনি হচ্ছেন আবু সুলাইমান এর ছেলে) এর সূত্রে একই সনদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এই সনদটি মুত্তাসিল ও সহিহ; এর বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য। এ হাদিসটির শুদ্ধতা সাব্যস্তের জন্য হাদিসটি সহিহ মুসলিমে থাকাই যথেষ্ট। এ হাদিসকে কেন্দ্র প্রশ্নবিদ্ধ করে কথা বলছেন মর্মে আমাদের জানা নেই। সুতরাং এমন একটি হাদিসকে কটাক্ষ করা কিংবা এটাকে সহিহ বলা থেকে বিরত থাকা নাজায়েয।

এ হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রজব মাসে রোযা রাখা হারাম মর্মে যে সংবাদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি সে সংবাদকে অস্বীকার করেছেন। বরং তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি গোটা রজব মাস রোযা রাখেন; যেহেতু তিনি সারা বছর রোযা পালন করেন। সারা বছর রোযা পালন করেন মানে দুই ঈদের দিনগুলো ও তাশরিকের দিনগুলো ব্যতীত। এটি ইবনে উমর (রাঃ), তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আয়শা (রাঃ), আবু তালহা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ি ও অপরাপর কিছু আলেমের অভিমতও হচ্ছে, সারা বছর রোযা রাখা মাকরূহ নয়।

আর আসমা (রাঃ) কাপড়ে (রেশমের) নকশা করা হারাম মর্মে ইবনে উমর (রাঃ) এর যে অভিমত উল্লেখ করেছেন ইবনে উমর (রাঃ) সেটা স্বীকার করেননি। বরং তিনি জানিয়ে দেন যে, তিনি এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন এ আশংকা থেকে যেন রেশম সম্পর্কে সাধারণ যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার অধীনে নকশা যেন পড়ে না যায়। আর মীছারা সম্পর্কে তার থেকে আসমার কাছে যা পৌঁছেছে সেটাও তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন: এটাই তো আমার মীছারা। সে মীছারাটি ছিল আরজুওয়ানের তৈরী। আরজুওয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- লাল রঙের; রেশমের তৈরী নয়। বরং সেটি ছিল পশম কিংবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী। যেসব হাদিসে আরজুওয়ানের মীছারা থেকে নিষেধ করা হয়েছে সেসব হাদিসের বিধান রেশম ব্যবহার করা নিষেধকারী হাদিসসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে।

আর আসমা (রাঃ) যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেশমের হাতাযুক্ত জুব্বা বের করে দেখিয়েছেন সেটা এ কথা বুঝানোর জন্য করেছেন যে, এ ধরণের জামা ব্যবহার হারাম নয়। শাফেয়ি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের এটাই অভিমত যে,

যদি কোন জুব্বা, কিংবা পাগড়ির পার্শ্ব বিশিষ্ট রেশমের তৈরী হয় যদি সে রেশমের পরিমাণ চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশি না হয় তাহলে সেটা ব্যবহার করা জায়েয। চার আঙ্গুলের বেশি হলে হারাম।

এ হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রেশম সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেটা সম্পূর্ণ পোশাক রেশম দিয়ে তৈরী হলে কিংবা বেশির ভাগ অংশ রেশম দিয়ে তৈরী হলে সে পোশাকের ক্ষেত্রে। এ নিষেধাজ্ঞার দ্বারা আংশিক রেশমের ব্যবহার হারাম হওয়া উদ্দেশ্য নয়; যেমনটি মদ ও স্বর্ণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। কারণ মদ ও স্বর্ণের ক্ষুদ্র অংশও হারাম।[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

আর আসমা (রাঃ) হাদিসের শেষাংশে যে কথা বলেছেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরিধান করতেন। তাই আমরা রোগীদের আরোগ্য হাসিলের জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদেরকে পান করিয়ে থাকি।" এ ধরণের বরকত গ্রহণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খাস। সলফে সালেহীনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিহ্নাবশেষ ছাড়া অন্য কারো চিহ্নাবশেষে এর ক্ষেত্রে এ ধরণের কাজ করতেন না।

আরও জানতে দেখুন: 10045 নং ও 100105 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।